প্রথম সংস্করণ
দোল পূর্ণিমা
২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৮

প্রকাশক
অনিল বিশ্বাস
বুক সারকিট্
৭, তালপুকুর রোড
কলকাতা—১০

মুদ্রাকর
ধীরেন দত্ত
নবীন প্রেস
৬, কলেজ রো,
কলকাতা—৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এক টাকা

॥ 'শহর' কাব্য-গ্রন্থে যা বলতে চেয়েছি, তা শুধু শহরের কথাই নয়, তা'ছাড়া সব কটি কবিতা সত্যিকারের কবিতা হ'তে উঠতে পেরেছে কিনা, কবির পক্ষে তা'ও বলা মুস্‌কিল্‌, বলতে হ'লে বলবেন সমালোচক ॥

প্র ব

বাংলা কবিতার পাঠক এমনিতেই খুব কম। তাও আবার 'কবিতা পড়ব না' স্লোগান আজকের দিনে সংক্রামকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে পাঠকমহলে। তার অন্য-তম প্রধান কারণ আধুনিক বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতা। বর্তমান যুগের অধিকাংশ কবিদের তথাকথিত দুর্বোধ্য কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে যে কষ্ট-কল্পনার ছাপ মেলে, তা কবিতার মূল রসকে নিংড়ে তেতো আর কটু করে তোলে রসগ্রাহী পাঠকের কাছে।

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ছোট কবিতগুলিতে এ জাতীয় দুর্বোধ্যতার ছাপ নেই, বলা চলে। মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবকে সহজ করে মিষ্টি ক'রে ব্যক্ত করতে পারায় যে সূক্ষ্ম শিল্প-রুচির প্রয়োজন, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের তা আছে। এই কাব্য-গ্রন্থের কিছু কবিতা ইতিপূর্বে কয়েকটি সাময়িক পত্রে প্রকাশলাভ ক'রে রসগ্রাসী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল হয়তো সেই কারণেই।

প্রগতিশীল এই কবির লেখার বৈশিষ্ট্য—পাঠকমনের সংগে লেখকমনের নিবিড় ঘনিষ্টতাস্থাপন। বর্তমান কাব্য-গ্রন্থকে প্রামাণ্যস্বরূপ ধ'রে নিয়ে পাঠকসমাজ এ বিষয়ে আমার সংগে একমত হ'লেই আমি কৃতজ্ঞ থাক্‌বো!

প্রকাশক

বাবা-কে

মা-কে

# সূচী

# শহর

সভ্যতার যাত্নঘর বিজ্ঞানী সহর :
হাতে-গড়া মনোরম নগর-বন্দর,
আলো আর আশা দিয়ে বাঁধা হেথা বাসা,
রঙ্-মাখা জীবনের রূপ হেথা খাসা।

আকাশের রঙ্ হেথা হয়েছে ফ্যাকাশে,
বাতাস ভরিয়া গেছে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে,
সূর্যের আলোয় ইট্-পাথর ফাঠে,
প্রহর গুণিয়া হেথা রজনী কাটে।

এখানের মানুষেরা কলের পুতুল,
এখানে সুগন্ধি ফুল, তা-ও যেন ভুল!
এখানের ইতিহাসে নগ্ন পরিচয়,
অর্থ-হারা এখানের জয়-পরাজয়।

এখানে সবুজটুকু—তা-ও যেন ম্লান,
এখানে বিগ্রহের চেয়ে পূজারীর মান,
এখানের জল-বায়ু অতি কলুষিত,
মানুষের কণ্ঠ এখানে চির-তৃষিত।

১৩৫৫

# বিংশ শতাব্দী : আজ

বিংশ শতাব্দী : আজ :
ঘরে ঘরে, অলিতে-গলিতে আর আনাচে-কানাচে
অপপ্রগতির ছোঁয়াচ্।

তাইতো ছেলেদের 'ফির্পো', 'গ্র্যাণ্ডে'
দু'বেলা না ঢুক্লে চলে না,
আড়ষ্ট দাঁতে দাঁত চেপে চেপে মেকী মিহি সুরে কথা বলতে হয়,
দাঁড়কাকের চলন-চালন আর
মুখ-ভেংচানো বিকৃত হাসি শিখতে হয়েছে।

তাইতো মেয়েদের ( মায়েদেরও )
মুক্তবক্ষ নীলচোখ ফিরিংগী মেয়েদের চালে
ঠোঁটে-গালে-নখে উগ্র রং না মাখ্লে রং খোলে না!
ডানা-কাটা প্রজাপতিদের ভয়ার্ত হাইহিলের খট্-খটানি
সিমেণ্ট্-জমানো ফুটপাথে
চক্মকির ছন্দ ছড়ায়।

ম্যাজিক্ ল্যান্টার্ণের রঙিন্ কাঁচের পর্দায়
ঘর-মুখো ছেলেরা আর ঘর-হারা মেয়েরা কি অদ্ভুত!
নোঙর-করা আর নোঙর-তোলা নৌকো
যেমনটি খেয়ালী পালের খুসীতে উদাসী।

১৩৬৭ ●

## বাসিন্দা

আমার আস্তানা তাদের তলায়
যাদের চোখ পড়ে না সেখানে।

আমার ঘরের বেড়ার পাশ দিয়ে
সংকীর্ণ ঘিঞ্জি গলিটুকু অতিক্রম ক'রে
যে ছোট্ট চৌমাথায় গিয়ে পৌঁছোনো যায়,
সেখানে মিঠে পানের খিলি মেলে পয়সা পয়সা,
আর মেলে কড়া তামাকের 'পদ্ম' মার্কা বিড়ি
বিখ্যাত বিষ্ণু পানওয়ালার
রং-চং-য়ে রেডিও-সরগরম্ দোকানে।
গোবিন্দ ময়রার দাল্দায় ভাজা কচুরি-নিম্‌কি দু'পয়সা,
অথবা নিত্যহরির মুদি দোকানের মুড়ি-মুড়্‌কি,
আর তা'র সংগে 'কালীমাতা কেবিনে'র
ডবল্ হাফ্ চায়ের কাপে অভ্যস্ত। আমি।

ওই মোড়টাই আমাদের সদর। বড় শহরের 'এপিটোম্'।
ওখান থেকে সোজা ডানদিকে হাঁটতে সুরু করলে
প্রথমেই পড়বে 'চিনে' বসতি, তারপর 'খৃষ্টান' পাড়া,
তার পেছনে সটান ওয়েলেশ্‌লি ষ্ট্রীট্।
ময়দানের অক্সিজেন্ নাইট্রোজেন্ বিনা খরচায় গ্রাস ক'রে
রাত্তিরে যখন বস্তিতে ফিরি,
আমার প্রতিবেশীরা তখন ঘুমে নিঃঝুম।
( ওরা ফিরেছে কেউ বা রিক্সা টেনে, কেউ-বা ঠেলাগাড়ি,
কেউ-বা কল থেকে, কেউ-বা দালালি ক'রে। )

শুধু জাগে টুং-টাং গদা কর্মকার—
শীতে, গ্রীষ্মে লোহা পিটে রাত করে কাবার।

দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে আর নিরিবিলি হোমিওপ্যাথি প'ড়ে
আমার জীবনের ক্ষয়িষ্ণু মুহূর্তের মিছিল চলে।
মাসের শেষে নন্দ মিস্ত্রীর কাছে হাত পাত্‌তে হয়
বিনা সুদে দরকারমাফিক দু'-এক টাকা। তার জন্যে
সময় ক'রে ধৈর্য ধরে হেসে দু'টো বাড়্‌তি কথা
কখনো-বা কইতে হয় তার দরজায় দাঁড়িয়ে:
মেকী মুদ্রার মত ভদ্দর্‌ ছাপের মিথ্যে মর্যাদাটুকু ভাঙাতে হয়।

সকালে নিত্য ঘুম ভাংগে ৩৩/৭/বি নম্বর খোলার বাড়ির
ছয় ভাড়াটের একমাত্র বাড়িওয়ালা
নিবারণ মোক্তারের অনুপম কন্যার
নির্মম সংগীত মার্গে দুর্বার কণ্ঠ পীড়নে,
কখনো-বা প্রৌঢ় হরিচরণ গোঁসাইয়ের শুক-সারি ভজনে।

আমার আস্তানায় আমি একা। আর বেড়ার গায়ে
পূবের জানলার ওপরে আমার মৃতা স্ত্রীর ধূলো-মাখা রুগ্নফটোখানা
অনেক পুরোণো দিনের বকুলের শুক্‌নো মালায় জড়ানো।
অনেক রাত্তিরে অন্ধকার ঘরে ঢুকে
আচম্‌কা যদি কখনো গা ছম্‌ছম্‌ করে,
পূবের জান্‌লার শীর্ণ গরাদ
দু'হাতে আক্‌ড়ে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকি
পাশের ঘিঞ্জি গলিটার দিকে।
গাঢ় রাত্তিরের তরল অন্ধকারেও কানের পর্দায় এসে
হাতুড়ি পেটে গদা কর্মকার।

১৩৫৭ ●

## দৈনন্দিন

[ একদিকে ]

সকালে :

রেষ্টুরেন্টের ফাঁকা পলিটিক্সের 'স্যাকারিণ'
ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় নিঃশেষিত ;

দুপুরে :

অফিসে কলমপেশা, দিবানিদ্রা ঘরে, পথে হাত-সাফাই,
রোদ্দুরে বিষ্টিতে ক্ষতি নেই ;

বিকেলে :

সিনেমা-'কিউ', ময়দানে গ্যালারী-ভরা—
তবু ভাল ট্রাম, বাস পাতলা হয়েছে ;

রাত্তিরে :

রক, গলি, পাড়া, ক্লাবে তুমুল জিহ্বা-তর্ক
বিষয়ের অপেক্ষা রাখে না।

[ অন্যদিকে ]

রেস্, জুয়া, বিয়ার, ব্রাণ্ডি, ডান্সে, হোটেলে
সহরের প্রতি অংগ পূর্ণ যৌবনা।

১৩৫৭

## মোটরগাড়ী

রেড্ রোডের উত্তপ্ত মসৃণ বুকে
অহংকারী তোমাদের মোটরগাড়ী ভ্রুক্ষেপহীন।

পলাতক পদক্ষেপে রাস্তা পার হলাম
নির্জীব প্রাণটাকে মরার মত বাঁচাতে।
নিরীহ ভীরু পথিক। আমরা।

উত্তুংগ অনুশাসনমুখী ছিচ্ কাঁদুনে হর্ণ
আমাদের মেঘলা কানে বক্ষভেদী মেঘমন্দ্র যেন।
কোমল গদিতে মাখনের মত নরম গা এলিয়ে
ফুর্‌ফুরে শিথিল হাওয়ায়
লম্বা মাইনেভোগী শিখ-চালকের উষ্ণীষের পাহারায় সমুজ্জ্বল
ঘুম-ঢুলু-ঢুলু মালিক। তোমরা।

চক্‌চকে তোমাদের মোটরের গায়ে মুখ দেখি,
দেখি, গাল-ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি,
ছিন্ন মলিন সার্টের টুক্‌রো আর
কোটর-নিমজ্জিত তামাটে চোখ দুটো।
তোমাদের সোনার বোতাম ঝোলানো ফিন্‌ফিনে সিল্কের
পাঞ্জাবী থেকে
ভেসে-আসা 'ইভ্‌নিং প্যারিসে' মস্‌গুল্
রেড্ রোড আর ময়দান,
আর আমাদের বুভুক্ষু নাসারন্ধ্র।

সকালে সন্ধ্যায়:
আমাদের মর্মন্তুদ্ ভীড় বাস্‌ষ্ট্যাণ্ডে আর ট্রাম্‌ষ্টপেজে;

তোমাদের মোটরগাড়ি সংযত, সারিবদ্ধ তখন
চৌরংগীর হোটেলগুলোর সাম্‌নে, কিংবা
বিদেশী ছবি-পোষা খুসীঘরগুলোর পাশে।

দশটায় পাঁচটায় পথে পথে মোড়ে মোড়ে
আমরা বাদুড় :
তোমাদের মোটরের ঠেলাঠেলিতে
টাফিক্ কন্‌ষ্টেবলের ডায়েরী ভরা,
আমাদের অফিস-লেট্। আমরা বাদুড়।

দৈনিক কাগজে কত মোটর খবর
প'ড়ে প'ড়ে হয়রান্ হয়েছি :
এল্‌গিন্ রোডে কিংবা হাওড়ার মোড়ে
কুলি কিংবা কেরাণীর চাপা পড়ে মরা—
এসব তো নিত্য শোনা, দেখা আর জানা
তোমাদের মোটর মহিমা।

হাজার হাজার দামী মোটরের কাছে
আধ্-পেটা ধুলো-খাওয়া জীবন কি ছার।

১৩৫৩

## বিবৃতি

এখানে হিমেল বায়ু বহে না তো রাতে,
রং-চটা গম্বুজের রুক্ষ দেয়ালে
সূর্য তার স্পর্শ মাখে মুষ্টিবদ্ধ হাতে,
এখানে পথের ধুলো ওড়ে খেয়ালে।

তোমরা কখনো যদি আসো এদিকে
দেখে যেয়ো উঁকি মেরে এদেশের পানে,
জীবনের রং হেথা হয়ে গেছে ফিকে,
মিছিল পড়েছে ঢাকা ভুখাঁ-হুঁ নিশানে।

কষ্টিপাথর তা'ও কলুষিত হ'ল,
দ্বারে দ্বারে প্রহরীরা হ'ল তন্দ্রাতুর।
সমাজের ছিদ্র তরী করে টলমল,
যাত্রী আর নাবিকের শবে নাহি দূর।

তোমরা দেখনি কভু এত ম্লান ছবি,
তোমাদের জীবন তো মদের পেয়ালা,
শবের হিসেব রাখে এ দেশের কবি,
ভাঙা-মৃৎ-ভাণ্ড প্রাণ নিয়ে হেথা খেলা।

১৩৫৭

# ডালহৌসী স্কোয়ার

সকাল থেকে দুপুর রাত
মিছিল-ভরা ফুটপাথ
পা'য়ে পা'য়ে চাকায় চাকায় গরম হ'য়ে ওঠে,
হাঁপিয়ে-ওঠা 'ডালহৌসী'র অংগে ঘাম ছোটে।
লালদীঘিটা ঘুমোয় কি,
আর কত রাত্রি বাকি?
—পোষ্ট অফিসের ঘড়ির কাঁটা বলে।
রাত-জাগা সব লাইট্‌পোষ্টের চোখগুলো জলজ্বলে।

গভীর রাতের 'ডালহৌসী'তে
কন্‌কনে এই মাঘের শীতে
স্বপ্ন দেখে হিজিবিজি
খৈনী হাতে ডিউটি দিতে ঝিমোয় খোট্টা পুলিশ পাঁড়েজী।

প্রাসাদতুল্য অফিস্‌গুলো
মাখ্‌ছে যেন গায়ে ধূলো
ঠাণ্ডা রাতের অরণ্যেতে কেঁদে
চাবিওলার হাত-পাগুলো বেঁধে।

'বামারলরী', 'বার্মাশেল্'
'ষ্টিফেন্‌হাউস্', 'ই, আই, রেল্'
সবাই যেন ঘুমে অকাতর।
নেইকো সাড়া। নেই কোন খবর।

শূণ্য পথের শূণ্য বুকে ট্রামের লাইন যত
বেহুঁস্ হ'য়ে প'ড়ে আছে মরা সাপের মত।
ঋতুর মত সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত
রং বদ্‌লায় ডালহৌসীর ফুটপাথ।

১৩৫৭ ●

# কেরাণী

কেরাণী, অফিস্ কেরাণী—
জীবন তোমার কতটুকুই বা জানি !
যেটুকু জেনেছি—তুমি জীব, পরাধীন,
স্বাধীন মনেরে করিয়াছ তুমি গভীর আঁধারে লীন,
তুমি স্বাধীনতাহীন।

কলের পুতুল যেন, তুমি যেন পোষাপাখী,
যেন জীবনের কামনা বাসনা কিছু আর নেই বাকি।
যৌবন তব ঘোষণা করিছে বার্ধক্য-ইতিহাস,
সমুখে মৃত্যু-ফাঁস।

শৈশব আর বৃদ্ধকালের মাঝখানে শুধু ফাঁকা,
যৌবন সেথা শুষ্ক রেখায় আঁকা।

দশটা-পাঁচটা, বড়বাবু আর গৃহিণী-কন্যাপুত্র
রেখে চলে শুধু এরা দিকে দিকে তোমার জীবন-সূত্র।
এরাই জীবনে তব
সুন্দর অভিনব।
তোমার জীবনে এনেছ এদের জীবন তোমার শুকাতে,
যৌবন থেকে লুকাতে।

১৩৫৩ ●

## অসাবধানী

জল্‌দি চলতে পায়ে পায়ে জড়িয়ে
হুড়মুড় করে একটিবার পড়ো যদি গিয়ে সিঁড়ির তলায়,
চিরপংগু হ'য়ে শয্যা নিতে হবে। কোন্‌ও হাসপাতালেই
এমনতর অসাবধানীর জন্যে 'সীটে'র ব্যবস্থা নেই।
'ডিক্‌সন্‌ লেনে'র জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ীটার
ওই চূণ-বালি-খসা একতলার অন্ধকার কাম্‌রাতেই
শুকিয়ে মরতে হবে। ফিন্‌ফিনে বাবুটির মত
কেরাণীর গান্ধ ঘুচিয়ে
মোড়ের সাংগুভেলী রেষ্টুরেণ্টে আর চপ্‌ কাট্‌লেটের
শ্রাদ্ধ করা চলবে না। ওয়েলিংটনের 'চিনে' মেয়েদের
'ভলি' বল খেলাও পর্দার অন্তরালেই থেকে যাবে।

বুঝলাম, পতনটাকেই মেনে নিতে চাও:
এসো, তোমায় নীচের তলায় ছেঁড়া মাদুরের শয্যা বিছিয়ে দিই,
দেয়ালের টিক্‌টিকিরা তোমার তাসের আড্ডা জমাবে,
গলি পথের রিক্‌সার টুং-টাং-কে সেতার মনে ক'রো;
পাশের বাড়ীর মেয়েরা যখন কর্তাকে লুকিয়ে
'ম্যাটিনী শো'য়ে যাবে, ওদের হাইহিলের
খট্‌খটানিতে কান পেতো নির্বোধের মত।
চানাচুর কিংবা 'আইসক্রীম্‌' পেলেও পেতে পারো
জান্‌লার ভাংগা গরাদের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে,
আর,
গলির সান্ধ্য বৈঠকের খেলার খবর
হাওয়ায়-ভাসা উড়ো হাসি উচ্ছ্বাসে পাবে।

তারপর

যমদূত পিওনের পরোয়ানা অফিসের জবাবপত্রখানা
তোমার পায়ের ওই কাঠ-জড়ানো ব্যাণ্ডেজটার চেয়েও
হাজারগুণ নির্মম, নিদারুণ মনে হতে পারে!

১৩৫৪ ●

# জালিয়াৎ

গর্ব আমাদের নেই : আমরা জালিয়াৎ!
দিনে দুপুরে তোমাদেরই সই-শীলমোহর জাল করি :
হাজার হাজার মণি-মানিক্যের স্বপ্ন আমাদের দু'চোখে,
নৈশ বাদুড়ের ডানার প্রবল ঝটপটানি
আমরা সয়েছি : আমরা সহিষ্ণু!
তোমাদের ওই পায়ে-বেড়ি-পরাণো কয়েদের আতঙ্ক ভুলেছি
নইলে 'পটাসিয়াম সাইয়ানাইডে'র ছোট্ট শিশিটা
পকেটে রাখতাম না : আমরা জালিয়াৎ!

আদালতে আমরা যাই—যাই শুধু
বটতলার জুয়োখেলার আড্ডা জমাতেই,
তোমাদের কয়েকজনের পকেট থেকে রেশনের দামটা
ফাঁক করে দিতে। তোমরা নেহাৎ ভালমানুষ,
আদর্শের ফাঁকা বুলি আউড়ে তৃপ্তি পাও,
আজকের যুগে তোমাদের দুঃখ তাই সবচেয়ে বেশী,
আমরা, বাপু, বুঝি। আমাদের শরীরও রক্ত-মাংসে-গড়া।
মদের নেশা যখন কেটে যায়, তখন আবার
তোমাদেরই মত হাসি, কাঁদি, ভালবাসি :
উপবাসী ছোট্ট ছেলেটার গালে চুমু খাই,
গলা টিপে ধরতে মন চায় না।

তোমাদের কাছে আমাদের স্থূল পরিচয় :
আমরা জালিয়াৎ....
তা'ছাড়া আমাদের আর কোন পরিচয় তোমাদের চোখে পড়েনা,
সেই ভালো!

১৩৫৩

# ব্যবধান

তোমরা আমরা চিরদিন ধ'রে বাস করি পাশাপাশি,
তোমাদের ঐ প্রাসাদের গায়ে মেশে আমাদের কুঁড়ে,
আমাদের আঁখি অশ্রুতে ভেজা, তোমাদের মুখে হাসি,
যুগে যুগে মোরা অখ্যাত, তব কীর্তি ভুবন জুড়ে।

তোমরা ধন্য, তোমরা মান্য, তোমরাই বরণীয় :
মোদের চলার পথে কণ্টক, তোমাদের পথে সোনা,
তোমাদের দান ক্ষুদ্র যদিও, তবুও তা স্মরণীয়,
মোদের জীবন—রোগে, অনশনে কোনমতে দিন গোনা।

মোরা ছাড়া চলে না তো তোমাদের, তোমরা কি অসহায় ?
তাই কি আমরা অন্ন জোগাই তোমাদের ঘরে ঘরে ?
শক্ত বুকের তপ্ত রক্ত কড়ি দিয়ে কেনো, হায়—
শাসনে শোষণে আধ্‌মরা করো প্রলুব্ধ অন্তরে।

তবু তোমাদের বলি-প্রাণদাতা, বলি—আমাদেরই মিত্র,
তবু তোমাদের মোসাহেবি করি, তবু ঘুরি পিছে পিছে,
মোদের দোঁহার স্বরূপ ফোটায় চিত্রকরের চিত্র,
মূর্খের মত তবু আজীবন মিল খুঁজে মরি মিছে।

আমরা সূর্য, তোমরা দীপ্তি—আসলে একথা ঠিক,
আমরা কর্ম তোমরা কারণ—তোমারই মহীয়ান (?)
নিঃস্বেরে, জানি, নিঃশেষ করো—হায়, বলীয়ান ধিক্ !
কংসেরে পুনঃ ধ্বংস করিবে আগামী নওজোয়ান।

সেদিন তো আর তোমাতে আমাতে নাহি রবে ব্যবধান,
তুমি আমি মিলে শুধু তুমি হবে, অথবা হইব আমি,
সমাজের মান এক হ'য়ে যাবে, প্রাণে মিলে যাবে প্রাণ,
বিভেদ-সিন্ধু হিমাচল পদে সহসা যাইবে থামি'।

১৩৫৭ ●

## নেতা

জনতার স্রোতস্বিনী জোয়ারের টানে
রাজনীতির পালে লাগে নতুন হাওয়া :
উজান স্রোতের মুখে দিক্‌হারা নেতা
পথ খোঁজে নতুন ধারায়,
নতুন ভাবনায়।

ঊর্ধ্বমুখী পতঙ্গের দুঃসহ পতনে জাগে
দুর্বোধ্য নির্বেদ অংগীকার,
জীর্ণ অট্টালিকার পুরোণো বনিয়াদে বুঝি
ভাঙনের কুটিল দুঃস্বপ্ন
নতুন মানুষের মনের রন্ধ্রে নব আবিষ্কারে মগ্ন
'রেসে'র উদ্দামগতি ঘোড়ার মতন।

বেয়াদব মাতালের নগ্ন ইতিহাস
মুমূর্ষু জীবনের পাতায় পাতায়
তবু লেখা হয়ে যায় :
পলায়নের অভিধানের ছিন্নপত্রগুলো
ঘূর্ণি হাওয়ার মাঝে হ'ল কি উধাও ?
যশ-অপযশের নিরপেক্ষ মানদণ্ডে
নির্ভুল সংকেতের ছায়া নিস্তেজ, নিঃসাড়।

১৩৫৫ ●

# হাসপাতালের রোগী

অনেক রাত্রে—স্তব্ধ কুয়াশার আব্ছা আব্ছা রাত্রে
ভাংগা মস্জিদ্‌টার পেছনের ডালিমগাছটায় ভিজে আলো ছড়িয়ে
নরম চাঁদখানা যখন ধোঁয়া ধোঁয়া হ'য়ে দেখা দিলো,
হঠাৎ তখন মনে পড়লো তোমার কথা, কমল!
উত্তর দিগন্ত হ'তে হাওয়া দিলো,
ঝি-ঝি পোকার ডাকও ক্ষীণতর হ'য়ে এলো,
সবুজ ঘাসের বিষণ্ণতার প্রলেপ
অনেকখানিই মুছে গেছে তখন। জমাট্ রাত।
হাসপাতালের তের নম্বর 'বেডে' তুমি হয়তো ঘুমুচ্ছো
রিক্ত অতৃপ্ত রাত্রির তিক্ততা বুকে নিয়ে।

গলির মোড়ে তোমার আস্তানা। ওই নির্মম হাসপাতাল।
জান্‌লা খুল্‌লেই চোখে পড়ে গেটের আলো।
মহান্ মৃত্যুর সাথে ঐ বদ্ধঘরের বিদ্যুতের আলোটুকু
মিশ্‌তে চায় অহেতুক। ভাব্‌ছি তোমার কথা। তুমি রোগী।

বিশ্ব-জোড়া চাঁদের আলোর অগ্নিকুণ্ডে যে মহান্ প্রাণের যজ্ঞ,
তা'র হোমের আগুণেই আহুতি দিতে চলেছ কি
তোমার সারা যৌবনের সব গৌরবের মণি-রত্ন-কে!
আমি ভাব্‌ছি।

সেদিন সকালে তোমায় দেখতে গেলাম যখন,
তুমি হেসে বললে, 'না ও বাঁচতে পারি!'
তোমার চোখ দু'টো উঠেছিল ছল্‌ছলিয়ে,
আর কণ্ঠ হয়েছিল রুদ্ধ। মনে পড়্‌ছে।

এই মমতাহীন পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে
তোমার খুব কষ্ট হয়েছিল, কমল। আমি জানি।
আমি হ'লে কিন্তু ওই মৃত্যুকেই মেনে নিতাম!
জন্ম নেবার সঙ্কল্প নিতাম কোন অভিশাপহীন দেশে—
যেখানে মানুষে মানুষে নেই ভেদ,
ভাই ভাইয়ে নেই ক্ষেদ,
শিশুরা যে দেশে আণবিক বোমা নিয়ে খেলা করে না,
আর মানুষ যেখানে সভ্যতার দাবিতে জল ঘোলা করতে ভয় পায়,
আমি ফিরে পেতে চাই দেশলাইয়ের বদলে চক্‌মকি,
লেখার বদলে হিজিবিজি,
কথার বদলে অদ্ভুত অদ্ভুত সাংকেতিক স্বর।
তোমার ওই হাসপাতালের তপ্ত 'বেড্‌' চাই না আমার,
আমার মৃত্যুকে আমি নিমন্ত্রণ ক'রব গাছতলায়
দুর্গম অরণ্যের গহন গুহাভ্যন্তরে।
আমি চাই, আমার এ কংকাল মিশুক্ তিলে তিলে
নগ্ন এই নিষ্কৃত্রিম কালো মাটিতে।
তোমার এ মৃত্যু যদি কখনো আসে,
জেনো তা মৃত্যু নয়, মহামুক্তি মহাবন্ধন হ'তে—
হয়তো আশীষ-লব্ধ মানুষের নতুন কোন দেশে
তোমার জন্যে এসেছে এ ব্যগ্র নিমন্ত্রন।
তোমার এ যাত্রাপথে অবহেলা ক'রে যেয়ো
ব্যর্থ এই পৃথিবীর উগ্র উপহাস।

তুমি যেয়ো, তবু এখানে এ দেশে, তোমায় আমার মনে পড়বে
এ পৃথিবীর এই আব্‌ছা চাঁদিনী রাতে।

১৩৫৪ ●

# শকুণির পাশা

শকুণির পাশার যাদু কুরুক্ষেত্রের দামামা বাজালো
পূবে আর পশ্চিমে—পাণ্ডবে-কৌরবে।
মরা হাড়ে ভেল্কি দিয়ে গড়া পাশা :
কোটি ইলেক্‌ট্রণের শক্তিমত্ত, বহুরূপী, মেকী,
নগ্ন অট্টহাসি-মাখা, উৎকট, বীভৎস…
মৈত্রী বর্মে জুয়ারীর গোলক ধাঁধাঁর ফাঁদ।

তাই শকুণির জিৎ। অবশ্যম্ভাবী।
পৈশাচিক সে-উল্লাসে উগ্র উৎকণ্ঠায়
যুগে যুগে কত কংকাল হয়েছে 'ফসিল'।
দ্বন্দ্বে, সংঘাতে, বিচ্ছেদে, সংগ্রামে ইতিহাসের পাতা ভরা।
ফাটল্-ধরা দেয়াল কত ভেংগে চুর্‌মার্,
নিরেট গাঁথুণির কক্ষ কক্ষ, রন্ধ্র রন্ধ্র
কালো হ'য়ে উঠেছে কত বিষাক্ত অজগরী বিদেশী নিঃশ্বাসে।

তবু, দেখ, যুগে যুগে মীর্‌জাফর ফিরে আসে,
খাল কেটে তোমরাই আরো কুমীর আনো,
নেকড়েকে তোমরাই আনো লোকালয়ে,
আহা' ভাংগনের সাধনায় ম'রে বেঁচে থাকো,
কুচক্রী শকুণি ক্রূরহাসি ছড়াক্ বাতাসে!

১৩৫৩

# জবানবন্দী

কবি গোপাল ভৌমিক-কে

নেমেছি : উঠেছি : আবার নেমেছি :
উর্বর জীবনের স্বপ্নে তবু কাটে দিন !
এটুকু যেন আজন্ম কুড়িয়ে-পাওয়া আশীর্বাদ।
এর বেশী কিছু বুঝি না। জানি না।
ভাংগা বাসরের জোড়াতালি-দেওয়া
বেসুরো বাঁশীর ঝিমুনি আমাদের ইঞ্জিনের ষ্টীম্।

শিল্পের সংজ্ঞা আমরা জানি না,
হায়, খলিফাকে প্রতিবেশী করেছি।

আগুনে মেঘ ওড়ে যদি এক আকাশ থেকে
আর এক আকাশে, নেহাৎ উদাসী বাউলের মতই
আমাদের একতারার চুম্বকে তা'কে গ্রাস করি
চাতক পাখীর ঠোঁটে।

চাঁদের আলো আর ফুলের হাসির
দিন ফুরিয়েছে আজ। পুরোণো জমাট্ রঙে
তুলি আর ভেজে না ; ধানের চাষে এবার
'বিদ্যুৎ' চাই।

স্রোতস্বিনী ক্ষীণতর হয়ে আসে দিন্-কে-দিন
ওপারের হাট-বাজারের কৃত্রিম কোলাহল
এপারে পৌঁছেচে, কাঁপন লেগেছে
দু'রঙা নদীর বুকে। অবাক কাণ্ড !
( আর্শিতে নিজেদের চেহারা আর চেনা যায় না। )

বিকৃত আকাশের ছায়াই মাটিতে, শ্যামল বনানীতে
আমরা আজ ফ্যাকাশে, পংগু,
অনেকটা যেন সার্কাসের 'ক্লাউন'।

'ব্র্যাণ্ডি হুইস্কির' প্রলাপ কিংবা
রোমান্টিক কাহিনীর ভূমিকা ভুলেছি :
শুনেছি কত দাগী আসামীর কয়েদী জীবনের
জীবন্ত জবানবন্দী।

১৩৫৬ ●

## মানুষের গাড়ী

টুং-টাং মানুষের গাড়ী চলে রাজপথে,
মানুষ চেপেছে, দেখ, মানুষেরই টানা রথে।
সভ্য সমাজে একি আজগুবি সংবাদ :
মানুষেরই পিঠে চাপে মানুষেরা দিনরাত ?

চার আনা কি ছ'আনার মানুষের গর্ব
মানুষের মর্যাদা করছে তো খর্ব !
পদে পদে লাঞ্ছনা, অপমান, হেলা
মানুষই করেছে, দেখ, মানুষের বেলা।

সহরের পথে পথে চলে সারি সারি
পাশাপাশি গরু আর মানুষের গাড়ি।
মানুষের ঘাম ছোটে মানুষকে টেনে,
মানুষকে জন্তু-জানোয়ার জেনে
দয়া করে মানুষেরা। মানুষ কি ছার !
মানুষে মানুষ কোথা, সে তো জানোয়ার।

টুং-টাং চলে তবু মানুষের গাড়ি—
পেট যত জ্বলে তত টানে তাড়াতাড়ি।

১৩৫৭

## ছেলেরা : মেয়েরা

ছেলেরা আধ্-মরা।
মেয়েরা তবু কিছুমাত্রায় জীবন্ত আজ।  তন্দ্রাতুরা।

ছেলেদের দৌড় শেষ, বাজি মাৎ হয়তো ;
মেয়েদের চলা আর চলা। চল্‌ছে। চল্‌বে এখনো কিছুক্ষণ

শৈশবে ছেলেরা চঞ্চল।  মেয়েরা ভাবুক।

যৌবনে ছেলেরা প্রৌঢ় ব্যর্থ জ্ঞানে, মৃত বুদ্ধিতে।
মেয়েরা তবু 'ঝরি ঝরি' করেও ফুটন্ত।

প্রৌঢ় জীবনে পংগু, অথর্ব, জঙ্গম—ছেলেরা।
মেয়েরা তবু স্থিরা, প্রতিষ্ঠিতা আপন আসনে।

বার্দ্ধক্যে ছেলেদের স্থিতি জলের রেখার মত।
আর মেয়েরা মরা নদী।

১৩৫৬ ●

## ক্ষুধার্ত

এ মহাজীবন হয়েছে রুক্ষ,
বসন্ত বায়ু হয়েছে তপ্ত,
হারালো কাব্য এ শতাব্দী—
আজ এ পৃথিবী কি অভিশপ্ত?

এসো আজ মোরা নাটক লিখি:
তোমার আমার জীবনের ছবি,
নগ্ন কাহিনী গন্ধেই গাঁথো,
স্বপ্ন-হারানো ক্ষুধার্ত কবি।

এ মহাজীবন হয়েছে রুক্ষ,
এ পৃথিবী আজ হয়েছে সাহারা,
পথে পথে, দেখ, ভূখা মিছিলেতে
সব-হারা ওই চলেছে কাহারা!

শিল্পী তোমার নরম তুলিতে
আঁকিতে পারো এ রিক্ত ধরা?
ভাঙনের কুলে কুলে বুঝি আজ
ভাসে যাযাবর সারি সারি মরা।

ফুলের কাননে ফসল ফলুক্,
ক্ষুধার অনলে উনুন জ্বলুক্!

১৩৫৩

## মশাল

মশাল জ্বল্‌ছে পৃথিবীর মুখে। রক্ত-মশাল।
আগ্নেয়গিরি ফুটন্ত লাভা ঢালে বেসামাল।
পাহাড় ফেটেছে চৌঁচির উত্তপ্ত রোদে,
জঠোর জ্বলছে কঠোর ক্ষুধায় কে-ই বা রোধে!

সংজ্ঞা খুঁজ্‌ছো কংকালটার অভিধান জুড়ে?
দেখাবো কি এই পাঁজ্‌রা ক'খানা নখাগ্রে খুঁড়ে?

ভয় কি, মানুষ, মানুষের এই হাড়-মাস দেখে
লোনা রক্ত ও স্বাদহীন মেদ দেখো না চেখে!
লক্‌লকে লোভী জিভ্‌ খাঁক্‌ হবে মশালে জ্বলে,
হাজার মশালে জ্বল্‌ছে জানো কি বক্ষতলে!

১৩৫৭

## চোখ

অনেক মানুষের মুখে দেখেছি চোখ। অদ্ভুত চোখ।
ক্ষুব্ধ ভাষায় খর দৃষ্টিতে খোলা নির্মোক্।
কোটর-বিদ্ধ ফারনেস্ থেকে আগুন ঝরায়,
শান্ত সবুজ পৃথিবীর শোভা জ্বলে পু'ড়ে যায়।

অবুঝ শিশুর ক্ষুধার্ত চোখ দেখেছি চেয়ে,
যুবকের চোখে হতাশা-বহ্নি পড়েছে বেয়ে।

প্রৌঢ়ের চোখ উপোস-ক্লিষ্ট পেচকের সম,
বৃদ্ধের চোখে তন্দ্রা নেমেছে, জেগেছে যম।

প্রেয়সীর সেই মদন-মুগ্ধ চোখের চাহনি গেল কোথায়?
আমার চোখের দৃষ্টিও, দেখি, জ্বলছে হায়!

১৩৫৭ ●

## আদিম ঃ আগামী

আদিম, তুমি চলে গেছ বহু দূরেই আজ ঃ
নাগাল তোমার পাবে না তো আর উড়োজাহাজ !
লাঙল্ তোমার মরচে ধরেছে,
বলদ তোমার, তা-ও তো মরেছে,
ট্রাক্টার আনে ফসল-দিন,
প্রবীন গিয়েছে, প্রাক্তন নেই, এলো নবীন।

আকাশ-নীলিমা ভ'রে গেছে আজ কলের ধোঁয়ায়,
মাটি পু'ড়ে পু'ড়ে রূপ পেল আজ ইট্-খোয়ায়।
মানচিত্রের সীমারেখা আজ হ'ল বদল,
চলমান পৃথিবীতে কোন কিছু নহে অটল।
যুগের চাকায় মানুষেরা চলে,
জীবন চিনেছে ক্ষেত আর কলে,
তবুও ছেঁড়েনি মহামারী আর মৃত্যু-ফাঁস,
জোড়াতালি-দেওয়া এ জীবন যেন শুধু পরিহাস।

বহু দধীচির আত্মায়-গড়া এই সমাজ
আশা, উদ্যোগ, সংগ্রাম নিয়ে জীবিত আজ।
অঙ্কুর কেউ বুনে গেছে এই মাটিরই বুকে
আজ তারেই গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে দুঃখে সুখে ;
আগামী পৃথিবী পাবেই তাহার সোনার ফসল,
কেমন ক'রে আদিম তাকে বাঁধবে, বল।

১৩৫২ ●

## বেকার

কলেজের চৌকাঠ পেরিয়েছি। ঘুরেছে বছর।
কাল-চক্র যেন ঘোরে ঘর্‌-ঘর্‌-ঘর্‌ঃ
আরো এক বছর গেল নিমেষের মত,
স্লিপার-সোল ছেঁড়ে ডালহৌসীর পথ।

দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরি একা
ভিখারীর মত। তবু কোথাও নেই তো লেখা
'কর্মখালি'—এই কথাটুক্‌।
তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ভরে বুক।
সংবাদপত্রের 'কলম' চ'ষে চ'ষে চক্ষু হ'ল কাণা,
অফিসে অফিসে নিত্য দিই ব্যর্থ হানা।

কখনো-বা ডালহৌসীর উষ্ণ ফুটপাথে
দাড়িধারী শকুনি জ্যোতিষীর হাতে
নির্বিচারে হাতখানা তুলে দিই। ভাগ্য-গণনার
অনেক খবর শুনি—সুপ্ত বাসনার।
মনে মনে মেলে কত মিল্‌।
একটি দুয়ানি খোলে হৃদয়ের খিল্‌।
ভাবি কত স্বপ্ন-ঘেরা জীবনের রূপ—
আগামী দিনের রঙে আমি নিশ্চুপ
ব্যর্থ মোহে আশা-স্বপ্নে হয়েছি মগন,
জেগে কাটিয়েছি কত দিন, রাত, ক্ষণ।
বুভুক্ষু স্পন্দিত বক্ষে তবু বেঁচে আছি
আজও এই মগ্ন পৃথিবীর কাছাকাছি।

বৈশাখের দগ্ধ রৌদ্রে, শ্রাবণের অজস্র বর্ষণে
বৈচিত্র্য বুঝি নি কিছু নির্বিকার বেকার এ মনে!
শূন্য বুক, শূন্য প্রাণ ভরেছে হাওয়ায়
বাস্তুহীন যাযাবরী জীবনের অনন্ত চাওয়ায়।

১৩৫৭

## মূক

অনেক কথাই বলার ছিল আধ্-মরা এই দেশে,
বলার চেয়ে অনেক কথাই শুনে গেলাম এসে।

তোমরা জানো বলতে কত কথা,
গড়তে জানো কত রূপকথা,
সে-রূপকথা আমার কানে
মর্মভেদী বজ্র হানে
রুক্ষ মরণের ঃ
কই নি কথা, মূক হ'য়ে সব
সয়েছি দিনে রাতে
ব্যর্থ বেদনাতে।

১৩৫৬

## কলেজ ষ্ট্রীট সংবাদ

কলেজ ষ্ট্রীটে দেখেছ কখনো বইয়ের পাহাড় ?
কত লেখকের কণ্ঠ, হাত, পা, মাংস হাড়,
কত যে কবির মাথার খুলি, চুলের বাহার
ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে বোঝাই ভার।

সারি সারি ওই দোকানগুলোর আলমারিতে
'ব্রেণ্ গান্' নিয়ে যাও যদি উই-কীট্ মারিতে
দেখবে সেখানে অগিণত চেনা কত কংকাল
বাংলা ভাষার নতুন পুরোণো যত দিক্পাল
কা'রো গালে হাত, কারো-বা মাথায়
অনঢ় নয়নে জলে ঝ'রে যায়
এ দেশের এই বিকৃত ধূম্র-জালে
তোমরা গড়েছ মরা বাংলার ঝরা রূপ কলিকালে।

কলেজ ষ্ট্রীটের বাঁধানো চওড়া ফুট্পাথ ভ'রে
কত যে 'হকার' হাঁক্‌ছে 'হুজুর'—দোকান ক'রে,
কত রকমের কাগজ-বইয়ের সাজানো দোকান
পাঠকের ভীড়ে হয় না কখনো কিছু বেমানান।

অলিতে গলিতে পথে পথে মোড়ে চাহিদা বইয়ের
ঢের ঢের লোকে বইয়ের নেশায় বই কেনে ঢের,
ছেলেরা কিন্‌ছে হত্যাকাণ্ড, ডিটেক্‌টিভ্,
যুবকেরা, দেখি, উপন্যাসের পাতা ওল্টাতে এটেন্‌টিভ্
প্রৌঢ়েরা কেনে ধর্ম-গ্রন্থ গীতা রামায়ণ,
মেয়েরা কিন্‌ছে 'রন্ধন-রীতি' কিংবা 'বয়ন'।
বার মাসই, দেখি, হাটের মত বইয়ের বাজার
এখানেও আছে পাইকেরী দর, খুচ্‌রা আর,

সরস্বতীর কোলের ওপর পেতে আসন
লক্ষ্মীও, দেখি, মাড়োয়ারী মতে আসেন-যান ;

ছাপাখানা আর কাগজের যত বিক্রেতারা,
ছাড়তে নারাজ কলেজ ষ্ট্রীটের কেতাব পাড়া।

ছেলের বাপেরা পাঠ্য কেতাব কিন্‌ছে ঘুরে—
ছেলেরা তখন 'মেট্রো' 'এলিটে' বেড়াচ্ছে উড়ে ;
কোন লেখখের দু'টাকার বক দু'আনা দামে
মলাট্ হারায়ে ফুট্‌পাথে শু'য়ে ডাইনে বামে,
বাস-ট্রামে ঘিরে নাছোড়বান্দা হকারের দল
গলার সর্তে 'টেলিগ্রাম' হাতে হাঁকে অবিরল।

১৩৫৭ ●

## পলাতক

আজ বুঝি চুপি চুপি হ'লে পলাতক :
খুলে গেছে তোমাদের রঙিন্ নির্মোক্।

এখানের স্পর্শটুকু  নিতান্ত মামুলি,
ওখানের খণ্ড খণ্ড ইতিহাসে ভ'রে ওঠা ঝুলি
নিঃশেষ করেছি।  তাই আর কোনো ঠাঁই
পরখের প্রবৃত্তি নাই।
অনেক চেখেছি স্বাদ্ সকালে সন্ধ্যায়,
এবার  বিদায়!

তোমাদের চিনেছি সবই :
তোমরা মুখর আর আমি মূক কবি
নিশিদিন অতৃপ্তির গান রচি বসে,
মেরুদণ্ড, হৃদ্‌পিণ্ড ক্রমে যায় ধ্বসে।

তাই আজি দেয়ালে দেয়ালে
কালো কালো ইস্তাহার লাগাই খেয়ালে।

১৩৫৪ ●